Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

ন্যায় মতে শব্দার্থ : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

সায়ন ভট্টাচার্য
গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, গলসি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

বর্তমান পত্রটিতে শব্দার্থ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে যে'কটি মত প্রসিদ্ধ আছে সেগুলি উল্লেখপূর্বক প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায় মতে শব্দার্থ কী তা প্রাচীন ন্যায় এবং নব্যন্যায়ের আকরগ্রন্থ অবলম্বনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের আলোচনার রীতি অনুযায়ী ন্যায়সূত্রকার, ন্যায়ভাষ্যকার প্রমুখ নিজ নিজ সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে কীভাবে যুক্তিপূর্বক পূর্বপক্ষীর মত উপস্থাপন করে খণ্ডন করেছেন তা এই পত্রে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। পরিশেষে শব্দার্থ বিষয়ে প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। নব্যন্যায় মতে একটি পদ জাতিবিশিষ্টব্যক্তিকেই নির্দেশ করে।

বীজশব্দ : শব্দার্থ, শক্তি, লক্ষণা, ব্যক্তিশক্তিবাদ, আকৃতিশক্তিবাদ, জাতিশক্তিবাদ, আনন্ত্য, ব্যভিচার, ব্যক্তাকৃতিজাতি, জাতিবিশিষ্টব্যক্তি, সম্বন্ধ, শক্যতাবচ্ছেদক।

মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেমন ভাষার প্রয়োজন তেমনি ভাষা গঠিত হয় শব্দ বা শব্দসমষ্টির মাধ্যমে। বক্তার মুখগহ্বরের বিভিন্ন উচ্চারণ স্থানে বায়ুর অভিঘাতের ফলে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে বর্ণাত্মক শব্দ বলে। এই বর্ণাত্মক শব্দ বা শব্দসমষ্টির মাধ্যমেই বক্তা শ্রোতার নিকট নিজের মনোভাবকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। ন্যায় মতে শব্দ বা পদ শক্তির আশ্রয়, অর্থ তার বিষয় আর শক্তি হল পদ ও পদার্থের মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ। একটি শক্তিবিশিষ্ট শব্দ বা পদ যাকে নির্দেশ করে তাকে শক্য বলে। শক্য অর্থ কে মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ বা পদার্থ বলে। বস্তুবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে পদার্থ ও শব্দার্থ সমার্থক। একটি পদের কোন্টি অর্থ হবে এবিষয়ে প্রাচীননৈয়ায়িকগণ ব্যক্ত্যাকৃতিজাতিশক্তিবাদ ও নব্যনৈয়ায়িকগণ জাতিবশিষ্টব্যক্তিশক্তিবাদ সমর্থন করেন। বর্তমান পত্রে ন্যায়মতে শব্দের বাচ্য অর্থ বিশ্লেষণ করার প্রয়াসে ব্যক্তিশক্তিবাদ, আকৃতিশক্তিবাদ, জাতিশক্তিবাদ-এ সকল প্রসিদ্ধ মতবাদগুলি আলোচিত

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

হবে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির *মহাভাষ্যে* উল্লিখিত আছে যে ব্যাড়িপ্রমুখ বৈয়াকরণগণ ব্যক্তিশক্তিবাদের সমর্থক।[১] বাজপ্যায়ন প্রমুখ বৈয়াকরণগণ যে আকৃতিশক্তিবাদ সমর্থন করতেন সেকথাও পতঞ্জলির *মহাভাষ্যে* আলোচিত হয়েছে।[২] মীমাংসকগণ ও অদ্বৈতবেদান্তীগণ জাতিশক্তিবাদী বলেই প্রসিদ্ধ।

মহর্ষি গোতমের সূত্রকে অবলম্বন করে ন্যায়ভাষ্যকার প্রমুখ প্রাচীননৈয়ায়িকগণ পূর্বপক্ষরূপে ব্যক্তিশক্তিবাদ, আকৃতিশক্তিবাদ ও জাতিশক্তিবাদ উপস্থাপন করে বিস্তৃতভাবে সেগুলো আলোচনা করেছেন, এরপর এসকল মত যুক্তিপূর্বক খণ্ডন করেছেন এবং শেষে ব্যক্ত্যাকৃতিজাতিশক্তিবাদ স্থাপন করেছেন।[৩] আলোচ্য পত্রটিতে মহর্ষি গোতমের 'যা শব্দসমূহ' ইত্যাদি ন্যায়সূত্র[৪] অবলম্বন করে ব্যক্তিশক্তিবাদ আলোচিত হয়েছে। এই সূত্রে তিনি বলেছেন 'যা' শব্দ, সমূহ, ত্যাগ, পরিগ্রহ, সংখ্যা, বৃদ্ধি, অপচয়, বর্ণ, সমাস ও অনুবন্ধের ব্যক্তিতে প্রয়োগ হওয়ায় 'ব্যক্তি' পদের অর্থ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্যে ব্যক্তিশক্তিবাদীর মত উপপাদন করেছেন। 'যা গৌস্তিষ্ঠতি' ইত্যাদি ব্যবহারে গো ব্যক্তিতে 'যা' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে, গোত্ব জাতিতে তার প্রয়োগ হতে পারে না, কারণ গোত্ব জাতির কোন ভেদ নেই। সুতরাং 'যা গৌস্তিষ্ঠতি' ইত্যাদি ব্যবহারে গো ব্যক্তিই গো পদের অর্থ হবে, কারণ গো ব্যক্তির সাথেই 'যা' শব্দের অন্বয় সম্ভব, গোত্ব জাতির সাথে নয়।[৫] গো ব্যক্তি নানা হওয়ায় তাদের মধ্যে ভেদ আছে। ভাষ্যকার আরও বলেছেন 'গবাং সমূহঃ' ইত্যাদি প্রয়োগে গো ব্যক্তিই 'গো' পদের অর্থ হবে, গোত্ব জাতি নয়। কারণ গোত্ব জাতির কোন ভেদ না থাকায় তার সমূহ হতে পারে না।[৬] এজন্য ব্যক্তিবাদীরা এস্থলেও গোত্ব জাতিকেই 'গো' শব্দের বাচ্য অর্থ না বলে গো ব্যক্তিকেই গো শব্দের বাচ্য অর্থ বলেছেন। 'বৈদ্যায় গাং দদাতি'[৭] ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করে ভাষ্যকার বলেছেন গো ব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হয়, গোত্ব জাতিতে নয়। গোত্ব জাতি অমূর্ত পদার্থ, অমূর্ত পদার্থের দান হতে পারে না। ভাষ্যকার আরও বলেছেন এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার যথাক্রমে প্রতিক্রম ও অনুক্রম অনুপপন্ন হবে। দাতার কোন কোন কর্ম গোত্বাদি জাতিতে সম্ভব হলেও জল প্রোক্ষণাদি কর্ম গোত্ব জাতিতে সম্ভব নয়, গো ব্যক্তিতেই সম্ভব। সুতরাং দাতার কর্তব্য সকলের ক্রমিক অনুষ্ঠানের উপপত্তির জন্য দানস্থলে গো ব্যক্তিকে গো পদের অর্থ বলতে হবে। তা ছাড়া, গ্রহীতার কর্তব্য বিশেষের উপপত্তির জন্য গো ব্যক্তিকেই গো পদের বাচ্য অর্থ স্বীকার করতে হবে। কারণ গ্রহীতার সকল অনুষ্ঠান গো ব্যক্তিতেই সম্ভব। ভাষ্যকার ব্যক্তিবাদীদের পক্ষে আরও বলেছেন যে ব্যক্তি পদের অর্থ হলে স্বত্বের ভেদ উপপন্ন হবে। গোত্ব জাতি অভিন্ন বলে 'কৌণ্ডিণ্যের গো', 'ব্রাহ্মণের গো' ইত্যাদি প্রয়োগে যে স্বত্ব সম্বন্ধের ভেদ বোঝা যায় তা গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না।[৮] ব্যক্তিবাদের সাধক যুক্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন আরও বলেছেন যে সংখ্যা, বৃদ্ধি, হ্রাস প্রভৃতি প্রয়োগেও ব্যক্তিকেই বাচ্যার্থ বলতে হবে। কারণ সংখ্যা, বৃদ্ধি ও হ্রাস এগুলি ব্যক্তিরই ধর্ম। এজন্য এরা জাতিতে উপপন্ন হয় না। 'দশটি গো', 'গো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে' এবং 'গো টি ক্ষীণ হয়েছে' ইত্যাদি

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

প্রয়োগে 'গো' শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তি বোঝা যায়।[৯] "বর্ণঃ - শুক্লা গৌঃ কপিলা গৌরিতি, দ্রব্যস্য গুণযোগো ন সামান্যস্য। সমাসঃ – গোহিতং গোসুখমিতি, দ্রব্যস্য সুখাদিযোগো ন জাতেরিতি"[১০] ইত্যাদি বাক্যে ভাষ্যকার ব্যক্তিবাদীর হয়ে বলেছেন যে গোত্ব জাতিতে বর্ণ ঘটিত পদের প্রয়োগ, সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ অনুপপন্ন হয়। ভাষ্যকার আরও দেখিয়েছেন যে 'গো গোকে প্রজনন করে' এসকল প্রয়োগে গো শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তিকে বোঝায়, গোত্ব জাতিকে নয়। সমানরূপ ব্যক্তির প্রজনন ব্যক্তিতেই সম্ভব, নিত্য জাতিতে নয়।[১১]

ব্যক্তিশক্তিবাদ নৈয়ায়িকদের সমর্থিত মতবাদ নয়। ব্যক্তিতে পদের শক্তি ব্যক্তিশক্তিবাদীদের এই মত ন্যায়সূত্রকার *ন্যায়সূত্র*-এ ও ভাষ্যকার *বাৎস্যায়নভাষ্য*-এ যুক্তিপূর্বক উপস্থাপন করলেও 'ন তদনবস্থনাৎ'[১২] এই সূত্রে মহর্ষি গোতম ব্যক্তিশক্তিবাদকে খণ্ডন করেছেন। ভাষ্যকার বলেন ব্যক্তি পদার্থ নয় ,কারণ সেই ব্যক্তির অবস্থান নেই। 'যা' শব্দ প্রভৃতি দ্বারা যাকে বিশিষ্ট করা হয় তা গো শব্দের অর্থ। 'যে গো অবস্থান করছে', 'যে গো নিষণ্ণ আছে' এরূপ প্রয়োগে গোত্ব জাতিকে পরিত্যাগ করে অবশিষ্ট দ্রব্যমাত্র বা গো ব্যক্তি মাত্র অভিহিত হয় না। গোত্ব বিশিষ্ট দ্রব্যই অভিহিত হয়। অতএব গো ব্যক্তি গো পদের অর্থ নয়।[১৩] সূত্রকার ও ভাষ্যকারকে অনুসরণ করে উদ্দ্যোতকর তাঁর *ন্যায়বার্ত্তিক* গ্রন্থে বলেছেন পদের দ্বারা কেবল শুদ্ধ ব্যক্তি বোঝাতে যেতে পারে না। সকল প্রয়োগে জাতিবিশিষ্টব্যক্তিকেই বিশিষ্ট করা হয়।[১৪] সুতরাং অসংখ্য গো ব্যক্তিকে 'গো' শব্দের অর্থ না ব'লে এক গোত্ব জাতিকেই 'গো' শব্দের অর্থ করা উচিত। ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারকে অনুসরণ করে ব্যক্তিবাদ খণ্ডন করেছেন। এখন জাতিবিশিষ্টব্যক্তিকে পদের শক্তি বলে স্বীকার করলে জাতিকে ব্যক্তির বিশেষণ বলতে হবে। আর বিশেষণের জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভব হতে পারেনা বলে জাতিতেই পদের শক্তি স্বীকার করতে হবে।[১৫] ব্যক্তির জ্ঞান কীভাবে হবে এটি প্রদর্শন করার জন্য সূত্রকার 'সহচরণস্থান' ইত্যাদি সূত্রটি রচনা করেছেন। এই সূত্রে মহর্ষি দেখিয়েছেন জাতিতে পদের শক্তি স্বীকার করলে 'যা গৌস্তিষ্ঠতি' ইত্যাদি স্থলে 'গো' পদের দ্বারা গো ব্যক্তির জ্ঞান হয়। সূত্রকার এখানে বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার না করলেও যেখানে জাতি পদের বাচ্যার্থ হয়, সেখানে লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির ভান হতে পারে। যা যে শব্দের বাচ্য নয় সেই শব্দের দ্বারা এমন পদার্থেরও জ্ঞান হয়ে থাকে যেমন ব্রাহ্মণ, মঞ্চ, কট, রাজা, শক্ত, চন্দন ইত্যাদিতে যথাক্রমে সহচরণ, স্থান, তাদর্থ্য, বৃত্ত, মান ধারণ, সামীপ্য ইত্যাদি প্রযুক্ত হলে যষ্টিকাদি প্রবেশাদির দ্বারা ব্রাহ্মণাদির উপচার হয়ে থাকে। এখানে 'সহচরণ' বলতে নিয়ত সম্বন্ধকে বোঝায়। যষ্টির সঙ্গে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের নিয়ত সাহচর্য থাকায় 'যষ্টিকাকে ভোজন করাও' এরূপ বাক্যের দ্বারা যষ্টিধারী ব্রাহ্মণই উপলক্ষিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ বিশেষ যষ্টিকা শব্দের বাচ্য অর্থ নয়। কিন্তু এস্থলে যষ্টিকা সহকৃত ব্রাহ্মণ বিশেষ অর্থে যষ্টিকার ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ যষ্টিকা শব্দের বাচ্যার্থ না হলেও লক্ষ্যার্থ।[১৬] এভাবে তাদর্থ্য, বৃত্ত প্রভৃতি স্থলেও পদের যা বাচ্য অর্থ নয় তারও প্রতীতি হয়ে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

থাকে। যেমন 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রভৃতি স্থলে লক্ষণার মাধ্যমে 'গঙ্গা' পদ থেকে গঙ্গা তীরের জ্ঞান হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে লক্ষণার মাধ্যমে গো পদের দ্বারা গোত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান হয়। এভাবে ব্যক্তিবাদীদের বিরুদ্ধে জাতিবাদীরা বলেন জাতিতে পদের শক্তি স্বীকার করলেও ব্যক্তির জ্ঞানে কোন অনুপপত্তি হয় না। মহর্ষি গোতমেরও অভিপ্রায় হল জাতিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করে ব্যক্তিবাদ খণ্ডন করা। তার সময়েও জাতিবাদীদের এই মত প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে কুমারিল ভট্ট ও মন্ডন মিশ্র এ-মত সমর্থন করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাজপ্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ আকৃতিবাদ সমর্থন করতেন। আকৃতিবাদে 'আকৃতি' শব্দের অর্থ সংস্থান বিশেষ, জাতি নয়। মীমাংসকগণ জাতি অর্থে আকৃতি শব্দ প্রয়োগ করে আকৃতিবাদ বলতে জাতিবাদকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এবং টীকাকার কৈয়ট ও উদ্দ্যোতকার নাগোজী ভট্ট অবয়ব সন্নিবেশ বিশেষকে আকৃতি বলেছেন। যখন একটি 'গো' পদ উচ্চারিত হয় তখন তার দ্বারা শ্বেত গো বা কৃষ্ণ গো বা নিকটস্থ বা দূরস্থ বা আমার নিজের বা প্রতিবেশীর গো কে বোঝায় না, এর দ্বারা যেকোনো গো কেই বোঝানো হয়ে থেকে। সুতরাং আকৃতিবাদীরা বলেন 'গো' পদের দ্বারা সামান্যত গো ব্যক্তির অবয়ব সংস্থানকে বোঝায়। যদি গো পদের দ্বারা কোন বিশেষ গো ব্যক্তি বোঝানো হত তাহলে একটি শিশু সর্ব প্রথম কোন বিশেষ গো ব্যক্তিকে গো বলে জানবার পর কালান্তরে বা স্থানান্তরে অন্য গো ব্যক্তিকে চিনতে পারত না। অথচ একটি গো ব্যক্তিকে জানবার পর ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন গো ব্যক্তিকে দেখে 'এটি গো' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়।[১৭] প্রসঙ্গত এটিও স্মরণীয় যে ভিন্ন ভিন্ন গো ব্যক্তির আকৃতির মধ্যেও সমানরূপতা থাকে। মহাভাষ্যের *প্রদীপ* টীকায় আকৃতির এই সমানরূপতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] এই সমানরূপতাকে যেমন সামান্য বলে বোঝা সঙ্গত হবে না, তেমনি তা পদের বাচ্যার্থও হতে পারে না, কারণ ব্যক্তির সাথেই সংখ্যা ও কারকের অন্বয় হয়, আকৃতির একরূপতার সাথে নয়।

আকৃতিবাদে ব্যক্তি পদের বাচ্য অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ আকৃতিবাদ স্বীকার করলে ব্যক্তিকেও স্বীকার করতে হয়। সম্ভবত এরূপ একটি আশঙ্কা করেই নাগোজী *উদ্দ্যোত* টীকায় বলেছেন ব্যক্তি সংখ্যায় অনন্ত। সুতরাং একটি পদের দ্বারা সকল ব্যক্তির অভিধান সম্ভব নয়।[১৯] একটি পদের দ্বারা যদি একটি ব্যক্তি বিশেষই বোঝানো হয় তাহলে সেই জাতীয় অনন্ত ব্যক্তি বিশেষের বাচক রূপে অনন্ত পদ স্বীকারের প্রসঙ্গ হয়। এটি অবাস্তব ও অসঙ্গত।

মহর্ষি গোতম 'আকৃতি তদস্তদপেক্ষত্বাৎ'[২০] ইত্যাদি ন্যায়সূত্রে আকৃতিবাদীর মত তুলে ধরেছেন। এই সূত্রের ওপর ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেছেন গো প্রভৃতি প্রাণীর অবয়বসমূহে এবং তার অবয়বসমূহের বিলক্ষণ সংযোগ বিশেষই হল আকৃতি। আকৃতি পদার্থ না হলে 'এটি গো', 'এটি অশ্ব' এরূপে সত্বের জ্ঞান হতে পারে না। যার জ্ঞান বশত সত্ত্ব ব্যবস্থান সিদ্ধ হয় শব্দ তাকে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

বোঝাতে পারে। সুতরাং ঐ আকৃতিই এর অর্থ।[২১] সূত্রকার মহর্ষি গোতম আকৃতিবাদীর মত সংকলন করলেও এই মত খণ্ডন করাই তাঁর অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে সূত্রকার 'ব্যক্ত্যাকৃতি' ইত্যাদি সূত্রটি প্রণয়ন করেছেন।[২২] এই সূত্রটিকে স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য বিশ্বনাথ তাঁর *বৃত্তি* তে বলেছেন যে মৃত্তিকানির্মিত 'গো' তে গো ব্যক্তি বা গো-র আকৃতির যোগ থাকলেও প্রোক্ষণ, বৈধ দান প্রভৃতি অসঙ্গত হয় বলে আকৃতিকে পদের বাচ্যার্থ বলা সঙ্গত হবে না। আকৃতি পদের অর্থ হলে মৃত্তিকা নির্মিত গো-তে গো ব্যক্তিত্ব ও গো-র আকৃতি থাকায় বৈধ প্রোক্ষণ ও বৈধ দানের প্রসঙ্গ হবে।[২৩] সুতরাং জাতিই পদের অর্থ আকৃতি পদের অর্থ হতে পারে না। জাতিতে শক্তি মানলে লাঘব হয় এবং মৃত্তিকা নির্মিত গবাদিতে গোত্ব জাতি না থাকায় প্রোক্ষণাদির প্রসঙ্গ হয়না ঠিকই, তবে জাতিশক্তিবাদও ত্রুটিমুক্ত নয়। সূত্রকার 'নাকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বা' ইত্যাদি সূত্রে জাতিশক্তিবাদ খণ্ডন করেছেন।[২৪] এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন জাতির অভিব্যক্তি, আকৃতি ও ব্যক্তিকে অপেক্ষা করে আর যেহেতু আকৃতি ও ব্যক্তি গৃহীত না হলে শুদ্ধ জাতি মাত্র গৃহীত হয় না, সেহেতু কেবল জাতি পদার্থ হতে পারে না।[২৫]

সূত্রকার মহর্ষি গোতম পদের অর্থ কেবল ব্যক্তি, কেবল আকৃতি বা কেবল জাতি কিনা এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করে এসকল মতের সমর্থকদের দৃষ্টিতে আলোচনা করার পর এই মতগুলি খণ্ডন করেছেন। এরপর তিনি 'ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ'[২৬] এই ন্যায়সূত্রে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে একটি পদে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি প্রত্যেকেই থাকে। সুতরাং ব্যক্তি,আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই পদের অর্থ। এই তিনটিই যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি নয়, একটিই শক্তি এই তিনটিতে থাকে এটি বোঝাবার জন্য সূত্রকার উক্ত সূত্রে 'পদার্থাঃ' না বলে 'পদার্থঃ' একবচনান্ত পদটির প্রয়োগ করেছেন। সূত্রে উল্লিখিত 'তু' শব্দটির তাৎপর্য বোঝাতে বিশ্বনাথ ন্যায়সূত্রবৃত্তিতে বলেছেন 'তু' শব্দটির দ্বারা কেবল ব্যক্তি, কেবল আকৃতি বা কেবল জাতি যে পদার্থ নয় তা সূচিত হয়েছে।[২৭] কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন বিশেষণার্থ বা বিশিষ্টতা বোধের জন্যই সূত্রে 'তু' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সূত্রের 'তু' শব্দের দ্বারা কাকে কোন্ বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট এরূপ প্রশ্ন ভাষ্যে উত্থাপন করে ভাষ্যকার নিজেই তার উত্তরে বলেছেন প্রাধান্য অপ্রাধান্যের অনিয়মের দ্বারা পদার্থত্ব বিশিষ্ট হয়েছে।[২৮] ব্যক্তি, আকৃতি এবং জাতি এই তিনটিতে পদের একটি শক্তি থাকলেও এবং একটি পদের দ্বারা তিনটিকে বোঝালেও কোন স্থলে একটির প্রাধান্য ও অপরের অপ্রাধান্য থাকে। যেমন 'গৌস্তিষ্ঠতি', 'গৌঃ গচ্ছতি' ইত্যাদি স্থলে ভেদ বোঝানোর ইচ্ছায় এবং গতির জ্ঞান হওয়ায় ব্যক্তিই এখানে প্রধান, জাতি ও আকৃতি এখানে অপ্রধান।[২৯] জাতি ও আকৃতিতে স্থিতি, গমন প্রভৃতির অভাব থাকায় এগুলি এখানে পদের অর্থ হলেও অপ্রধান হবে। আর যেখানে ভেদ বোঝানোর অভিপ্রায় থাকে না এবং সামান্যত জ্ঞান হয় সেখানে জাতি প্রধান বাচ্যার্থ এবং ব্যক্তি ও আকৃতি অপ্রধান বাচ্যার্থ হবে। যেমন 'গৌঃ ন

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

পদাস্প্রষ্টব্যা' এই বাক্যে 'গো' পদের প্রধান বাচ্যার্থ গোত্ব জাতি। 'গো' ব্যক্তি ছাড়া কেবল গোত্ব জাতিকে স্পর্শ করা যায় না। সুতরাং 'গো' ব্যক্তিও এখানে 'গো' পদের অর্থ। এবং 'কেবল 'গো' ব্যক্তিকে চরণের দ্বারা স্পর্শ করবে না' একথা বলা এখানে অভিপ্রায় নয়। এজন্য গোত্ব জাতির অর্থই এখানে প্রধান। একথা উদ্দ্যোতকর *ন্যায়বার্ত্তিকে* বলেছেন।[৩০] ভাষ্যকার আকৃতির প্রাধ্যান্যের স্থল প্রদর্শন করেননি। আকৃতির প্রাধান্যের স্থল ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর দেখিয়েছেন, তিনি বলেছেন 'পিষ্টকময্যো গাবঃ ক্রিয়ন্তাম্'। এভাবে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ দেখিয়েছেন একটি পদের দ্বারা জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি এই তিনটিই বোঝালেও একটির প্রাধান্য ও অপর দুটির অপ্রাধ্যান্য থাকে।

নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ তাঁর *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* টীকায় ন্যায়মত বিশ্লেষণ করার পূর্বে ব্যক্তিশক্তিবাদ ও জাতিশক্তিবাদের উপর দোষ উদ্ভাবন করেছেন। এখানে বিশ্বনাথ প্রাভাকর মীমাংসকগণের মত অনুসরণ করে ব্যক্তিশক্তিবাদ খণ্ডন করেছেন। প্রাভাকর মীমাংসকদের মতে জাতিতেই পদের শক্তি, ব্যক্তিতে নয়। কেননা ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করলে প্রশ্ন হবে ঐ শক্তি কি একটি বিশেষ ব্যক্তিতে থাকে নাকি সকল ব্যক্তিতে থাকে? 'ঘট' শব্দটির যদি একটি বিশেষ ঘটে শক্তি স্বীকার করা হয় তাহলে অন্য ঘটগুলো শক্তি ছাড়াই প্রকাশিত হবে, একথা মানতে হবে। এর ফলে ব্যভিচার দেখা দেবে। শক্তি ছাড়াই যদি অন্য ঘটগুলো প্রকাশিত হয় তাহলে ঘট পদের দ্বারা গো, অশ্ব প্রভৃতিরও জ্ঞান হতে পারে। এরূপ ব্যভিচার পরিহারের জন্য ব্যক্তিশক্তিবাদীরা বলতে পারেন একটি ব্যক্তিতে নয়, সকল ব্যক্তিতেই পদের শক্তি থাকে। ব্যক্তি অনন্ত হওয়ায় একটি পদের অনন্ত শক্তি কল্পনা করতে হয়, এতে আনন্ত্য দোষ দেখা দেয়। তাই বিশ্বনাথ বলেন ব্যভিচার ও আনন্ত্য দোষের প্রসঙ্গ হয় বলে মীমাংসকগণ জাতিতে পদের শক্তি মানেন, ব্যক্তিতে নয়।[৩১] এখানে ব্যক্তিশক্তিবাদীরা পুনরায় বলতে পারেন ব্যক্তি ছাড়া জাতির জ্ঞান সম্ভব হয় না। কাজেই পদের জাতির জ্ঞানের দ্বারা সেই পদের ব্যক্তিরও জ্ঞান হয় তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ব্যক্তিতে পদের শক্তি না থাকায় তার ভান হয় না। এখন জাতিশক্তিবাদী প্রাভাকরগণ যদি বলেন দৈনন্দিন ব্যবহার অনুযায়ী জাতিতে পদের শক্তির জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়। এর জন্য ব্যক্তিতে পদের শক্তি মানার কোন দরকার হয়না। জাতিতে পদের শক্তি মানলেই জাতির জ্ঞানের সাথে সাথে ব্যক্তিরও ভান হয়ে থাকে। যে ভাসকসামগ্রী জাতিকে প্রকাশ করে সেই একই সামগ্রী ব্যক্তিকেও প্রকাশ করে। এজন্য প্রাভাকরগণ ব্যক্তিকে একবিত্তিবেদ্য বলেন অর্থাৎ ব্যক্তি একই জ্ঞানের দ্বারা বেদ্য হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাভাকর, ভাট্ট উভয়ই জাতিশক্তিবাদী হলেও ব্যক্তি কীভাবে জ্ঞাত হয় এবিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ভাট্টগণ বলেন লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির বোধ হয়ে থাকে। এই ভাট্টমত খণ্ডন প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা সঙ্গত হবে না, যেহেতু অন্বয় বা তাৎপর্য জ্ঞানের অনুপপত্তি হলেই লক্ষণা স্বীকার করা হয়ে থাকে। কিন্তু

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

যখন কোন পদের দ্বারা জাতির জ্ঞানের সাথে ব্যক্তির জ্ঞান হয়, সেস্থলে কোন অনুপপত্তি থাকে না।[৩২] অনুপপত্তি ছাড়াই ব্যক্তির বোধ হয়ে থাকে। জাতির জ্ঞানের সাথে সাথেই ব্যক্তিও বেদ্য হয়। লক্ষণীয় যে, এস্থলে বিশ্বনাথ জাতিশক্তিবাদী প্রাভাকরগণের মত সমর্থন করেছেন, জাতিশক্তিবাদী ভাট্টগণের নয়।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় বিশ্বনাথ নিজ মত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে আনন্ত্য দোষ হয় না, কারণ তিনি একটি পদে জাতিবিশিষ্টব্যক্তি স্বীকার করেন। কাজেই তাঁর মতে প্রতি ব্যক্তিতে প্রতি শক্তি স্বীকার করলে ব্যক্তিশক্তিবাদ অনুযায়ী আনন্ত্য দোষের প্রসঙ্গ হলেও ন্যায়মতে আনন্ত্য দোষ হয় না।[৩৩] প্রশ্ন হতে পারে, সকল ব্যক্তিতে যে একই শক্তি থাকে এরূপ অনুগত বুদ্ধি কিরূপে হয়? বিশ্বনাথ নিজেই এরূপ প্রশ্ন করে তার উত্তরে বলেছেন গোত্বাদি জাতি এর অনুগমক। কাজেই ঘটত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি ঘট, ঘট পদের শক্যার্থ হলে সর্বত্র সঙ্গতি থাকে।

বিশ্বনাথ *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* - তে জাতিশক্তিবাদও পরিহার করেছেন। তিনি বলেছেন 'গৌঃ শক্যা' এরূপ শক্তি জ্ঞান হলে ব্যক্তিতেই শক্তি সিদ্ধ হয়। আর যদি 'গোত্বং শক্যম্' বলা হয় তাহলে জাতিতে শক্তি স্বীকার করা হয়। জাতিশক্তিবাদীরা 'গোত্বং শক্যম্' এরূপ কথা বলে থাকেন। বিশ্বনাথ বলেছেন গোত্বকে শক্য বললে গোত্বপ্রকারক পদার্থের স্মরণ হতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হবে না। কারণ যে প্রকাররূপে শক্তির জ্ঞান হয় ঐ প্রকাররূপেই পদার্থের স্মরণ হবে এবং এরূপ শক্তিজ্ঞান ও পদার্থের স্মরণই শাব্দবোধের হেতু হয়।[৩৪] সুতরাং শক্তিজ্ঞানে গোত্ববিশিষ্টরূপে গো ব্যক্তির প্রতীতি হয়না বলে পদার্থের স্মরণ ও শাব্দবোধেও তাঁর প্রতীতি হতে পারে না। এজন্য মুক্তাবলীকার কেবল জাতি বা কেবল ব্যক্তিকে শক্তির আশ্রয় বলেন নি। বিশ্বনাথ আরও বলেন যে যদি গোত্ব গো পদের শক্য অর্থ হয় তাহলে গোত্বত্ব হবে শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম। 'গোত্বত্ব' শব্দের অর্থ 'গবেতরাসমবেতত্বে সতি সকলগোসমবেতত্বম্' অর্থাৎ যে ধর্মটি গো ভিন্ন সকল প্রাণীতে সমবেত থাকে না অথচ সকল গো ব্যক্তিতে সমবেত তাতে থাকে তাকে গোত্বত্ব বলে। বিশ্বনাথ বলেছেন জাতিশক্তিবাদী স্বীকৃত শক্যতাবচ্ছেদকধর্ম মানলে গৌরব হয়,[৩৫] যেহেতু সকল গো ব্যক্তি এই শক্যতাবচ্ছেদকে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু ন্যায়মতে শক্যতাবচ্ছেদক লাঘব হয়। এজন্য তিনি জাতিশক্তিবাদ পরিহার করেছেন।

পরিশেষে বিশ্বনাথ ন্যায়মতে পদের শক্যার্থ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে পদের শক্তি থাকে। জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান সকলের হয়। 'একটি গরু নিয়ে এসো' – এরূপ আদেশ করলে আদিষ্ট ব্যক্তি যেকোনো একটি গরুকে নিয়ে আসে, যেহেতু সেই গরুতে গোত্ব আছে। আবার আকৃতি দেখেও ঐ ব্যক্তির গোত্ব জ্ঞান হয়ে থাকে। কাজেই

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

'গো' বলতে ঐ ব্যক্তির জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট গোরুর জ্ঞান হয়ে থাকে। এসকল জ্ঞান উপপাদনের জন্য নব্যনৈয়ায়িক বলেন জাতি ও আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি থাকে।[৩৬]

শব্দার্থ বিষয়ে প্রাচীনন্যায় মতের সাথে নব্যন্যায় মতের পার্থক্য আছে। প্রাচীন ন্যায়মতে জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি এই তিনটিই পদের অর্থ। তবে তিনটি স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, এরা মিলিত ভাবে একটি পদার্থ। তবে কোন স্থলে ব্যক্তি প্রধান ও অপর দুটি অপ্রধান হয়। কোন স্থলে জাতি প্রধান ও অপর দুটি অপ্রধান হয়। আবার কোন স্থলে আকৃতি প্রধান এবং অপর দুটি অপ্রধান হয়। আর নব্যন্যায় মতে কোন পদের সকল ব্যক্তিতে একটিই শক্তি থাকে, তবে তা ব্যক্তি, জাতি ও আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এজন্য নব্যনৈয়ায়িকগণকে জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তিশক্তিবাদী বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন মতে আকৃতি বলতে অবয়ব সংস্থানকে বোঝানো হয়। কাজেই সংস্থানবিশেষই 'আকৃতি' পদের অর্থ। কিন্তু নব্যমতে 'আকৃতি' পদের অর্থ ব্যক্তি ও জাতির সম্বন্ধ। সুতরাং নব্যন্যায় মত বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে একটি পদ জাতিবিশিষ্টব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

তথ্যসূত্র

১. দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ। – মহাভাষ্য, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ৯০, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, বোম্বে, ১৯১৭।

২. একা আকৃতিঃ, সা চাভিধীয়তে। - তদেব।

৩. ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ। ন্যায়সূত্র ২।২।৬৬।

৪. যাশব্দ-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-বৃদ্ধ্যপচয়-বর্ণ-সমাসানুবন্ধানাং ব্যক্তাবুপচারাদ্। ন্যায়সূত্র, ২।২।৬০।

৫. যা গৌস্তিষ্ঠতি যা গৌর্নিষণ্ণেতি, নেদং বাক্যং জাতেরভিধায়কমভেদাত্, ভেদাত্তু দ্রব্যাভিধায়কম্ – তদেব, ন্যায়ভাষ্য, পৃ. ৬৬০-৬৬১, অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত, মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫

৬. গবাং সমূহ ইতি ভেদাদ্ দ্রব্যাভিধানম্, ন জাতেরভেদাৎ। দেব, পৃ: ৬৬১, পঃ ১।

৭. বৈদ্যায় গাং দদাতীতি দ্রব্যস্য ত্যাগো ন জাতেরিমূর্ত্তত্বাৎ প্রতিক্রমানুক্রমনুপপত্তেশ্চ, - তদেব, পৃ. ৬৬১, পঃ ২-৩

৮. পরিগ্রহঃ স্বত্বেনাভিসম্বন্ধঃ কৌণ্ডিণস্য গৌর্ব্যাহ্মণস্য গৌরিতি। - তদেব, পৃ. ৬৬১, পঃ ৩

৯. দশ গাবো বিংশতির্গাব ইতি, ভিন্নং দ্রব্যং সংখ্যায়তে, ন জাতিরভেদাদিতি। বৃদ্ধি কারণবতো দ্রব্যসাবয়বোপচয়ঃ, অবর্ধত গৌরিতি; নিরবয়বা তু জাতিরিতি। তদেব, পৃ. ৬৬১, পঃ ৫-৬

১০. তদেব, পৃ. ৬৬১, পৃ। ৭-৮

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

১১. সরূপপ্রজননসন্তানো গৌর্দাং জনয়তীতি, তদুত্পত্তিধর্মত্বাদ্ দ্রব্যে যুক্তম্, ন জাতৌ, বিপর্যয়াদিতি। - তদেব, পৃ. ৬৬১, পৃ. ৯-১০।

১২. ন্যায়সূত্র ২।২।৬১।

১৩. ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ। কস্মাত্? অনবস্থানাত্। যাশব্দপ্রভৃতিভির্যো বিশেষ্যতে স গৌশব্দার্থ যা গৌস্তিষ্ঠতি যা গৌর্নিষণ্ণেতি, ন দ্রব্যমাত্রমবিশিষ্টং জাত্যা বিনাঽভিধীয়তে। কিং তর্হি? জাতিবিশিষ্টম্। তস্মান্ন ব্যক্তিঃ পদার্থঃ। - তদেব, পৃ. ৬৬২, পঃ ১-৩

১৪. নানেন গোশব্দেন ব্যক্তিমাত্রং শুদ্ধমুচ্যতে। যদ্যয়ং ব্যক্তিমাত্রাভিধায়কোঽভবিষ্যত্ তেন যস্যাং কস্যাংচিদ্ ব্যক্তৌ প্রত্যয়োঽভবিষ্যদিতি। তদেব, ন্যায়বার্ত্তিক, প্ররঃ ৬৬২, পঃ ১২-১৩, অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত, মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড হতে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫

১৫. ব্যক্তিমাত্রস্য শক্যত্বে হি গবাদিপদাদ্ যৎকিঞ্চিদ্যক্তেরুপস্থিতিঃ স্যাদতো গোত্ববিশিষ্টাব্যক্তির্বাচ্যা। তথা চ নাগৃহীতপবিশেষণা বুদ্ধির্বিশেষ্যমুপসংক্রামতীতি ন্যায়াত্ জাতাবেব শক্তিরস্তু। তদেব, ন্যায়সূত্রবৃত্তি – পৃ. ৬৬৩, পঃ ১৬-১৮, অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত, মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড হতে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫

১৬. যথা যষ্টিকাশব্দেন দ্রব্যবিশেষোঽভিধীয়ত ইতি যষ্টিকাশব্দাত্তু পুনঃ সাহচর্যাদ্ ব্রাহ্মণবিশেষোঽভিধীয়তে, যথা যষ্টিকা প্রবেশয়েতি। - ন্যায়সূত্র ২।২।৬২।, ন্যায়বার্ত্তিক, পৃ. ৬৬৪, পঃ ৯-১১, অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ সম্পাদিত, মুন্সিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রা. লিমিটেড হতে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫

১৭. গৌরিত্যেতেন শব্দেনোক্তে প্রত্যায়িতে সামান্যলক্ষণেঽর্থে বিশেষানবধারণাদৈক্যং সামান্যস্যাবসীয়তে। - মহাভাষ্য, দ্বিতীয় খন্ড, প্রদীপ, পৃ. ৯০-৯১, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, বোম্বে, ১৯১৭।

১৮. যদ্যপি প্রক্ষাবিশেষাদ্ জ্ঞায়তে – একা আকৃতিরিতি, কুতস্তেবতত্ - সাঽভিধীয়তে ইতি। মহাভাষ্য, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৯১, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, বোম্বে, ১৯১৭।

১৯. ব্যক্তীনান্তু আনন্ত্যাত্ তাসু ন শক্তিগ্রহঃ, নাপি শুদ্ধানাং তাসাম্ বোধস্তাসাং বিশেষরূপত্বেন বিশেষাবগতিপ্রসংগাত্। মহাভাষ্য,, প্রদীপ-উদ্দ্যোত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯১

২০. আকৃতিস্তদপেক্ষাত্বাৎ সত্ত্বব্যবস্থানসিদ্ধেঃ। ন্যায়সূত্র, ২।২।৬৩।

২১. সত্ত্বাবয়বানাং তদবয়বানাঞ্চ নিয়তো ব্যূহ আকৃতিঃ। তদেব, ন্যায়ভাষ্য, পৃ. ৫০৬, পঃ২১, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৮৪।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.09

২২. ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেঽপ্যপ্রসঙ্গাৎ প্রোক্ষণাদীনাং মৃদ্‌গবকে জাতিঃ। ন্যায়সূত্র ২।২।৬৪

২৩. মৃদ্‌গবকে ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেঽপি প্রোক্ষণাদীনামপ্রসঙ্গাদ্ অপ্রসঞ্জানাত্ জাতিঃ পদার্থঃ; ইতরথা মৃদ্ গবকস্যাপি ব্যক্তিত্বাদ্ গবাকৃতিসত্ত্বাচ্চ বৈধং প্রোক্ষণাদিকং স্যাদিতি ভাবঃ। - তদেব, বৃত্তি, পৃ. ৬৬৬, পঃ ২৩-২৫

২৪. ন্যায়সূত্র ২।২।৬৫।

২৫. জাতেরভিব্যক্তিরাকৃতিব্যক্তী অপেক্ষতে, নাগৃহ্যমাণায়ামাকৃতৌ ব্যক্তৌ চ জাতিমাত্রং শব্দং গৃহ্যতে; তস্মান্ন জাতি পদার্থ ইতি। - তদেব, ন্যায়ভাষ্য, পৃ. ৬৭০, পঃ ৩-৪

২৬. ন্যায়সূত্র ২।২।৬৬।

২৭. তু শব্দো একৈকমাত্রপদার্থত্বব্যবচ্ছেদায়। পদার্থ ইত্যেকবচনং তু তিসৃষ্বপ্যেকৈব শক্তিরিতি সূচনায়। - তদেব, বৃত্তি, পৃ. ৬৭০, পঃ ২৩-২৪

২৮. তুশব্দো বিশেষণার্থঃ। কিং বিশিষ্যতে? প্রধানাঙ্গভাবস্যানিয়মেন পদার্থত্বমিতি ন্যায়ভাষ্য, পৃ. ৬৭১, পঃ ১-২

২৯. যদা হি ভেদবিবক্ষা বিশেষগতিশ্চ তদা ব্যক্তিঃ প্রধানমঙ্গং চু জাত্যাকৃতী। - তদেব, পৃ: ৬৭১ , পঃ ২

৩০. যদা পুনর্ভেদো ন বিবক্ষিতঃ সামান্যাবগতিশ্চ তদাজাতিঃ পদার্থঃ, যথা গৌর্নপদা স্প্রষ্টব্যেতি। - ন্যায়বার্ত্তিক, পৃ. ৬৭১, পঃ ১০-১১

৩১. তত্র জাতাবেব শক্তিগ্রহো ন তু ব্যক্তৌ, ব্যভিচারাৎ, আনন্ত্যাচ্চ। – ভাষাপরিচ্ছেদ, মুক্তাবলী ৮১,পৃ. ৩৯৭, পঃ ৩, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত।

৩২. ন চ ব্যক্তৌ লক্ষণা, অনুপপত্তিপ্রতিসন্ধানং বিনাপি ব্যক্তিবোধাৎ। - তদেব, পৃ. ৩৯৮, পঃ ১-২

৩৩. ন চ ব্যক্তিশক্তাবানন্ত্যম্, সকলব্যক্তাবেকস্যা এব শক্তেঃ স্বীকারাৎ।- তদেব, পৃ. ৩৯৮, পঃ ২-৩।

৩৪. সমানপ্রকারকত্বেন শক্তিজ্ঞানস্য পদার্থস্মরণং শাব্দবোধং প্রতি চ হেতুত্বাৎ। - তদেব, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯

৩৫. তথা চ গো ব্যক্তীনাং শক্যতাবচ্ছেদকেঽনুপ্রবেশাৎ তবৈব গৌরবম্। - তদেব, পৃ. ৩৯৯-৪০০

৩৬. তস্মাৎতত্তজ্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টতত্তদ্ব্যক্তিবোধানুপপত্ত্যাকল্প্যমানাশক্তির্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তবব বিশ্রাম্যতীতি। তদেব, পৃ. ৪০০, পঃ ২-৩

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore